দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

16

তারিখ 16 JUN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

18

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শুক্রবার, ২রা আষাঢ়, ১৩৯৬ : ১৬ই জুন, ১৯৮৯

শিক্ষার পরিবেশ

গত বুধবার উচ্চ শিক্ষার সমস্যাবলী সম্পর্কে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেছেন দেশের শিক্ষাঙ্গনে যে কোন মূল্যে লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতি এ ধরনের ক্ষতি আর বহন করতে সক্ষম নয় বলে বৈঠকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ মন্তব্য করেন।

দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলির দিকে তাকালে সত্যি বেদনাদায়ক ছবিই চোখে পড়ে। লেখাপড়ার মান পড়ে গেছে। পরীক্ষায় পাসের চাইতে ফেলের হার বেশী। দৈদার নকল চলছে। নকলবাজির মত অন্যায় ঠেকানোর জন্যে পুলিশকে লাঠিসোটা হাতে তুলে নিতে হচ্ছে। অন্যদিকে, কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট ছাত্রছাত্রীদের তিন চার বছর পেছনে ঠেলে দিয়েছে। পরীক্ষার ফল বেরোতে ন. মাস সময় লাগছে। এর উপর আছে শিক্ষাঙ্গনে দলাদলি, হানাহানি, মারামারি। কম শিক্ষায়তনেই লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ আছে।

এ অবস্থা আর বেশী দিন চলতে দেয়া হলে যে গোটা জাতিরই সর্বনাশ ঘটবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু আফশোসের বিষয় হচ্ছে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে না। আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি যে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনে দলাদলি, হানাহানি ও অনিয়ম বন্ধ করার জন্য ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার। শিক্ষাঙ্গনে সুশৃংখল পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের সঙ্গে সকল রাজনৈতিক দলেরই সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, দেশ যদি লেখাপড়ায়ই পিছিয়ে পড়ে তাহলে ভবিষ্যতের সম্বল আর থাকে কি?

এমনিতেই শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা অনগ্রসর। বিশ্বের অন্যান্য দেশ যখন আধুনিক প্রযুক্তি সম্বল করে দ্রুত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে তখন আমরা নিম্নমানের বই, সনাতন পঠন-পাঠন পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে পেছনে পড়ে আছি। অগ্রসর দেশগুলিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে কমপিউটার প্রযুক্তির যে রকম প্রয়োগ ঘটছে, তাতে আশংকা হয়, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আর পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে উচ্চশিক্ষার নাগালও পাবে না।

এই পরিস্থিতিতে শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলা, অনিয়ম, শৈথিল্য ও নকলবাজি চলতে দেয়ার মত বিলাসিতা আমাদের সাজে না। আমাদের সামনে এখন প্রধান কর্তব্য ছিল (এক) শিক্ষাঙ্গনে নিয়ম-শৃংখলা ও পড়াশোনার অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং (দুই) শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত আধুনিকায়ন। কিন্তু পরীক্ষায় নকল আর ক্যাম্পাসে মারামারি ঠেকাতে গিয়েই যদি আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয় তাহলে শিক্ষার উন্নতি ঘটবে কি করে?

প্রেসিডেন্ট এরশাদ যথার্থই বলেছেন যে শিক্ষাঙ্গনে বিশৃংখলার আঘাত জাতির পক্ষে আর বহন করা সম্ভব নয়। শক্ত হাতেই শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। আমরা মনে করি এ ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক অভিভাবক, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ—সবারই সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে।